গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১০.২১.২০৫

তারিখ : ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১ / ১২ আগস্ট ২০২৪

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পেঁয়াজ বীজ ও সার বিতরণ বাবদ ১৯৯৯.৮১৬ লক্ষ (উনিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ একাশি হাজার ছয়শত) টাকা অর্থছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলণের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ।

সূত্র: অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪.২৫, তারিখ ১২/০৮/২০২৪ খ্রি.

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতে বরাদ্দকৃত ৬১৩৮৫.০০ লক্ষ (ছয়শত তেরো কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকার মধ্যে '৩২৫১১০৫-সার' উপখাতে বরাদ্দকৃত ১৭০০০.০০ লক্ষ (একশত সত্তর কোটি) টাকা হতে ২২৫.৫৮৯ লক্ষ (দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত) টাকা '৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৩৭২০০.০০ লক্ষ (তিনশত বাহাত্তর কোটি) টাকা হতে ১২৪৯.৮৮৫ লক্ষ (বারো কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আটাশি হাজার পাঁচশত) টাকা ও '৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৭১৮৫.০০ লক্ষ (একাত্তর কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকা হতে ৫২৪.৩৪২ লক্ষ (পাঁচ কোটি চব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা সর্বমোট ১৯৯৯.৮১৬ লক্ষ (উনিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ একাশি হাজার ছয়শত) টাকা খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে পেঁয়াজ বীজ ও সার কৃষকদের মাঝে বিতরণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ০২ নং অনুচ্ছেদে জনপ্রতি/বিঘাপ্রতি আর্থিক সহায়তা, ০৩ নং অনুচ্ছেদে বিভাজন, ০৪ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলী ও প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য ২৫ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ টি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল:

০২। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রতি/বিঘাপ্রতি উপকরণ বা আর্থিক সহায়তার বিবরণ:

ক্রমিক নং	উপকরণ/ খাত	১বিঘা জমির চারা তৈরি/ রোপনের জন্য		
		১ বিঘার জন্য উপকরণ সহায়তা (কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	বিঘা প্রতি আর্থিক সহায়তা (টাকা)
১	বীজ	১	২০৫০.০০	২০৫০.০০
২	রাসায়নিক সার			
	ডিএপি	১০	১৯.০০	১৯০.০০
	এমওপি	১০	১৮.০০	১৮০.০০
৩	বালাইনাশক	থোক	থোক	২০০.০০
৪	পলিনেট	থোক	থোক	৬০৭.৫০
৫	পরিবহন ব্যয় (প্রতি কেজির জন্য)	২১	১.৫০	৩১.৫০
৬	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত	২১	১.০০	২১.০০
	মোট			৩২৮০.০০

৩। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও সার বিতরণ প্রণোদনা কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন নিম্নরূপ (এক নজরে প্রণোদনা কর্মসূচি):

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (জন/বিঘা)	উপকরণের পরিমাণ (মেঃ টন)				উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)								মোট বরাদ্দ
			বীজ	ডিএপি	এমওপি	উপমোট সার	'৩২৫১১০৯ -বীজ ও চারা'	'৩২৫১১০৫-সার'			'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'				
								ডিএপি	এমওপি	উপমোট সার	পলিনেট ও বালাইনাশক বাবদ ব্যয়	পরিবহণ ব্যয় টাকা	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	
১	ময়মনসিংহ	৩০০	০.৩০	৩.০০	৩.০০	৬.০০	৬.১৫০	০.৫৭০	০.৫৪০	১.১১০	২.৪২৩	০.০৯৫	০.০৬৩	২.৫৮০	৯.৮৪০
২	সিলেট	৩০০	০.৩০	৩.০০	৩.০০	৬.০০	৬.১৫০	০.৫৭০	০.৫৪০	১.১১০	২.৪২৩	০.০৯৫	০.০৬৩	২.৫৮০	৯.৮৪০
৩	মৌলভীবাজার	৬০০	০.৬০	৬.০০	৬.০০	১২.০০	১২.৩০০	১.১৪০	১.০৮০	২.২২০	৪.৮৪৫	০.১৮৯	০.১২৬	৫.১৬০	১৯.৬৮০
৪	হবিগঞ্জ	৩০০	০.৩০	৩.০০	৩.০০	৬.০০	৬.১৫০	০.৫৭০	০.৫৪০	১.১১০	২.৪২৩	০.০৯৫	০.০৬৩	২.৫৮০	৯.৮৪০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (জন/বিঘা)	উপকরণের পরিমাণ (মেঃ টন)				উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)								মোট বরাদ্দ
			বীজ	ডিএপি	এমওপি	উপমোট সার	'৩২৫১১০৯ -বীজ ও চারা'	'৩২৫১১০৫-সার'			'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'				
								ডিএপি	এমওপি	উপমোট সার	পলিনেট ও বালাইনাশক বাবদ ব্যয়	পরিবহণ ব্যয় টাকা	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	
৫	রাংগামাটি	১০০	০.১০	১.০০	১.০০	২.০০	২.০৫০	০.১৯০	০.১৮০	০.৩৭০	০.৮০৮	০.০৩২	০.০২১	০.৮৬	৩.২৮০
৬	খাগরাছড়ি	১০০	০.১০	১.০০	১.০০	২.০০	২.০৫০	০.১৯০	০.১৮০	০.৩৭০	০.৮০৮	০.০৩২	০.০২১	০.৮৬	৩.২৮০
৭	বান্দরবন	৭০	০.০৭	০.৭০	০.৭০	১.৪০	১.৪৩৫	০.১৩৩	০.১২৬	০.২৫৯	০.৫৬৫	০.০২২	০.০১৫	০.৬০২	২.২৯৬
৮	রাজশাহী	২০০০০	২০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৪০০.০০	৪১০.০০	৩৮.০০	৩৬.০০০	৭৪.০০০	১৬১.৫০০	৬.৩০০	৪.২০০	১৭২.০০	৬৫৬.০০
৯	নওগাঁ	২০০০	২.০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	৪১.০০০	৩.৮০০	৩.৬০০	৭.৪০০	১৬.১৫০	০.৬৩০	০.৪২০	১৭.২০০	৬৫.৬০০
১০	নাটোর	৫০০	০.৫০	৫.০০	৫.০০	১০.০০	১০.২৫০	০.৯৫০	০.৯০০	১.৮৫০	৪.০৩৮	০.১৫৮	০.১০৫	৪.৩০০	১৬.৪০০
১১	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	৩০০০	৩.০০	৩০.০০	৩০.০০	৬০.০০	৬১.৫০০	৫.৭০০	৫.৪০০	১১.১০০	২৪.২২৫	০.৯৪৫	০.৬৩০	২৫.৮০০	৯৮.৪০০
১২	বগুড়া	৬০০	০.৬০	৬.০০	৬.০০	১২.০০	১২.৩০০	১.১৪০	১.০৮০	২.২২০	৪.৮৪৫	০.১৮৯	০.১২৬	৫.১৬০	১৯.৬৮০
১৩	জয়পুরহাট	৫০০	০.৫০	৫.০০	৫.০০	১০.০০	১০.২৫০	০.৯৫০	০.৯০০	১.৮৫০	৪.০৩৮	০.১৫৮	০.১০৫	৪.৩০০	১৬.৪০০
১৪	পাবনা	১২০০	১.২০	১২.০০	১২.০০	২৪.০০	২৪.৬০০	২.২৮০	২.১৬০	৪.৪৪০	৯.৬৯০	০.৩৭৮	০.২৫২	১০.৩২	৩৯.৩৬০
১৫	সিরাজগঞ্জ	৩০০	০.৩০	৩.০০	৩.০০	৬.০০	৬.১৫০	০.৫৭০	০.৫৪০	১.১১০	২.৪২৩	০.০৯৫	০.০৬৩	২.৫৮০	৯.৮৪০
১৬	রংপুর	১২০০	১.২০	১২.০০	১২.০০	২৪.০০	২৪.৬০০	২.২৮০	২.১৬০	৪.৪৪০	৯.৬৯০	০.৩৭৮	০.২৫২	১০.৩২	৩৯.৩৬০
১৭	গাইবান্ধা	৮০০	০.৮০	৮.০০	৮.০০	১৬.০০	১৬.৪০০	১.৫২০	১.৪৪০	২.৯৬০	৬.৪৬০	০.২৫২	০.১৬৮	৬.৮৮	২৬.২৪০
১৮	কুড়িগ্রাম	৬০০	০.৬০	৬.০০	৬.০০	১২.০০	১২.৩০০	১.১৪০	১.০৮০	২.২২০	৪.৮৪৫	০.১৮৯	০.১২৬	৫.১৬০	১৯.৬৮০
১৯	লালমনিরহাট	৫০০	০.৫০	৫.০০	৫.০০	১০.০০	১০.২৫০	০.৯৫০	০.৯০০	১.৮৫০	৪.০৩৮	০.১৫৮	০.১০৫	৪.৩০০	১৬.৪০০
২০	নীলফামারী	৫০০	০.৫০	৫.০০	৫.০০	১০.০০	১০.২৫০	০.৯৫০	০.৯০০	১.৮৫০	৪.০৩৮	০.১৫৮	০.১০৫	৪.৩০০	১৬.৪০০
২১	দিনাজপুর	১৫০০	১.৫০	১৫.০০	১৫.০০	৩০.০০	৩০.৭৫০	২.৮৫০	২.৭০০	৫.৫৫০	১২.১১৩	০.৪৭৩	০.৩১৫	১২.৯০	৪৯.২০০
২২	ঠাকুরগাঁও	৫০০	০.৫০	৫.০০	৫.০০	১০.০০	১০.২৫০	০.৯৫০	০.৯০০	১.৮৫০	৪.০৩৮	০.১৫৮	০.১০৫	৪.৩০০	১৬.৪০০
২৩	পঞ্চগড়	৫০০	০.৫০	৫.০০	৫.০০	১০.০০	১০.২৫০	০.৯৫০	০.৯০০	১.৮৫০	৪.০৩৮	০.১৫৮	০.১০৫	৪.৩০০	১৬.৪০০
২৪	যশোর	২০০০	২.০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	৪১.০০০	৩.৮০০	৩.৬০০	৭.৪০০	১৬.১৫০	০.৬৩০	০.৪২০	১৭.২০	৬৫.৬০০
২৫	ঝিনাইদহ	৪০০০	৪.০০	৪০.০০	৪০.০০	৮০.০০	৮২.০০০	৭.৬০০	৭.২০০	১৪.৮০০	৩২.৩০০	১.২৬০	০.৮৪০	৩৪.৪০	১৩১.২০
২৬	কুষ্টিয়া	৪০০০	৪.০০	৪০.০০	৪০.০০	৮০.০০	৮২.০০০	৭.৬০০	৭.২০০	১৪.৮০০	৩২.৩০০	১.২৬০	০.৮৪০	৩৪.৪০	১৩১.২০
২৭	মেহেরপুর	১০০০০	১০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	২০৫.০০	১৯.০০	১৮.০০	৩৭.০০	৮০.৭৫০	৩.১৫০	২.১০০	৮৬.০	৩২৮.০০
২৮	ফরিদপুর	৫০০০	৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০	১০২.৫০০	৯.৫০০	৯.০০০	১৮.৫০	৪০.৩৭৫	১.৫৭৫	১.০৫০	৪৩.০০	১৬৪.০০
	মোট	৬০৯৭০	৬০.৯৭	৬০৯.৭০	৬০৯.৭০	১২১৯.৪০	**১২৪৯.৮৮৫**	১১৫.৮৪৩	১০৯.৭৪৬	**২২৫.৫৮৯**	৪৯২.৩৩৩	১৯.২০৬	১২.৮০৪	**৫২৪.৩৪২**	**১৯৯৯.৮১৬**

০৪। '২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ প্রণোদনা কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'ও 'কৃষক তথ্য ছক' মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০৫। কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী:

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে;

২. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৩. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বিগত বছরের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদের জমি এবং চলতি খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদ সম্ভাবনার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উপজেলাওয়ারী বিভাজনের পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষাবাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন এবং তদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (প্রয়োজনে মাঝারি কৃষক) নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail-admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবে। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৪. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৫. প্রতি ব্লকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কমপক্ষে ১০ জন কৃষক নির্বাচন করা, যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে;

৬. প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ১০ জন কৃষকের গ্রুপ ভিত্তিক পাশাপাশি ১০ বিঘা জমি একত্রে একটি ব্লকে বাস্তবায়ন করতে হবে;

৭. অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে ১ বিঘা জমির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৮. খরিপ-২/২০২৪-২৫ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ডিএপি সার ১০ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি করে সহায়তা পাবেন। এছাড়া ১ বিঘা জমিতে চারা রোপনের উদ্দেশ্যে তৈরি ৫ শতক বীজতলার জন্য পলিনেট ও বালাইনাশক বাবদ ৮০৭.৫০ টাকার (আটশত সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা) উপকরণ সামগ্রী উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক সরকারি বিধি মোতাবেক ক্রয় করে প্রত্যেক কৃষকের মাঝে মাস্টাররোলের মাধ্যমে বিতরণপূর্বক তা সংরক্ষণ করতে হবে;

৯. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি ১০ (দশ) জনের একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে;

১০. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরিখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন।

১১. উপকরণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত এসএএওগণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন;

১২. বিএডিসি হতে প্রয়োজনীয় বীজ সংগ্রহ করতে হবে। কোন কারণে বিএডিসি বীজ সরবরাহে ব্যর্থ হলে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে;

১৩. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজের **(এন-৫৩ জাতের)** অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা ও উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাঙ্খিত মানের হতে হবে। কাঙ্খিত মানের না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

১৪. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না;

১৫. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ২৫ টি জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ টি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১৬. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

১৭. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ২৫ টি জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩টি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;

১৮. সার, বীজ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণ সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং

১৯. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১০.২১.২০৫

তারিখ : ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১
১২ আগস্ট ২০২৪

এ আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১২/০৮/২৪

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪. ২৭

তারিখ : ১৬/০৮/২০২৪

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

১৬/০৮/২০২৪

(মুহাম্মদ আনিসুর রহমান)
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১০.২১.২০৫

তারিখ : ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১
১২ আগস্ট ২০২৪

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**
৬. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি) ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি।
১০. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ২৫ জেলা)।
১১. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস $^{++}$ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)**।
১২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ২৫ টি জেলা)।
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৭. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ২৫ টি জেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
১৮. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে খরচ সমন্বয় করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণের অনুরোধসহ)**।
১৯. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**।
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

'২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ, সার ও কীটনাশক প্রণোদনা কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'

প্রণোদনার উদ্দেশ্যঃ

১. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ, আবাদের এলাকা বৃদ্ধিকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও পতিত জমিগুলো আবাদের আওতায় আনা;
২. পেঁয়াজের ঘাটতি কমিয়ে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা;
৩. দেশের বিভিন্ন জেলায় পতিত ও সাময়িক পতিত জমি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদের আওতায় এনে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা;
৪. কৃষককে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা;
৫. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

প্রণোদনা কার্যক্রমের যৌক্তিকতাঃ

পেঁয়াজ প্রধান প্রধান মসলাজাতীয় ফসলগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতি বছরই বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। দেশে সাধারণত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ হয় না। বর্ষার শেষে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পেঁয়াজের ঘাটতি কমিয়ে স্বয়ং নির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত সুফল:

প্রস্তাবিত এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে ৬০৯৭০ বিঘা (৮১২৯.৩৩ হেক্টর) জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করা সম্ভব হবে। এতেপ্রায় ১.১৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন হবে (হেক্টর প্রতি ফলন ১৪.০০ মে.টন হিসেবে) যার মূল্য ৬৮২৮৬.৬০০ লক্ষ টাকা (কেজি প্রতি ৬০.০০ টাকা হিসেবে)। উৎপাদন খরচ প্রতি বিঘায় সরকারি সহায়তায় ৩২৮০ টাকা এবং কৃষকের নিজস্ব খরচ (সার+রোপন+আন্ত: পরিচর্যা+কর্তন+মাড়াই ইত্যাদি সহ) ৬০২২০ টাকাসহ মোট বিঘা প্রতি খরচ ৬২৫০০.০০ টাকা। সে হিসাবে কর্মসূচি ভূক্ত ৬০৯৭০ বিঘা জমিতে (৮১২৯.৩৩ হেক্টর) মোট উৎপাদন খরচ ৩৮১০৬.৫ লক্ষ টাকা। অর্থ্যাৎ ১ টাকা খরচ করে আয় হবে ১.৭৯২ টাকা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে;

২. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৩. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বিগত বছরের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদের জমি এবং চলতি খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদ সম্ভাবনার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উপজেলাওয়ারী বিভাজনের পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষাবাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন এবং তদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (প্রয়োজনে মাঝারি কৃষক) নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবে। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৪. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৫. প্রতি ব্লকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কমপক্ষে ১০ জন কৃষক নির্বাচন করা, যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে;

৬. প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ১০ জন কৃষকের গ্রুপ ভিত্তিক পাশাপাশি ১০ বিঘা জমি একত্রে একটি ব্লকে বাস্তবায়ন করতে হবে;

৭. অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে ১ বিঘা জমির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৮. খরিপ-২/২০২৪-২৫ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ডিএপি সার ১০ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি করে সহায়তা পাবেন। এছাড়া ১ বিঘা জমিতে চারা রোপনের উদ্দেশ্যে তৈরি ৫ শতক বীজতলার জন্য পলিনেট ও বালাইনাশক বাবদ ৮০৭.৫০ টাকার (আটশত সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা) উপকরণ সামগ্রী উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক সরকারি বিধি মোতাবেক ক্রয় করে প্রত্যেক কৃষকের মাঝে মাস্টাররোলের মাধ্যমে বিতরণপূর্বক তা সংরক্ষণ করতে হবে;

৯. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি ১০ (দশ) জনের একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে;

১০. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরিখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন।

১১. উপকরণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত এসএএওগণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন;

১২. বিএডিসি হতে প্রয়োজনীয় বীজ সংগ্রহ করতে হবে। কোন কারণে বিএডিসি বীজ সরবরাহে ব্যর্থ হলে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে;

১৩. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজের **(এন-৫৩ জাতের)** অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা ও উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাঙ্খিত মানের হতে হবে। কাঙ্খিত মানের না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

১৪. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না;

১৫. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ২৫ টি জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ টি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১৬. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

১৭. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ২৫ টি জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩টি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;

১৮. সার, বীজ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণ সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং

১৯. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

২২/০৮/২৪
নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail-input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com-এ প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)

জেলা ও উপজেলার নাম:
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতা ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	কর্মসূচি সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বীজ, সার ও কীটনাশক পরিমাণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ- সারের পরিমাণ- কীটনাশক পরিমাণ	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

'২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ, সার ও কীটনাশক প্রণোদনা কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'

প্রণোদনার উদ্দেশ্যঃ

১. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ, আবাদের এলাকা বৃদ্ধিকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও পতিত জমিগুলো আবাদের আওতায় আনা;
২. পেঁয়াজের ঘাটতি কমিয়ে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা;
৩. দেশের বিভিন্ন জেলায় পতিত ও সাময়িক পতিত জমি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদের আওতায় এনে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা;
৪. কৃষককে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা;
৫. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

প্রণোদনা কার্যক্রমের যৌক্তিকতাঃ

পেঁয়াজ প্রধান প্রধান মসলাজাতীয় ফসলগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতি বছরই বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। দেশে সাধারণত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ হয় না। বর্ষার শেষে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পেঁয়াজের ঘাটতি কমিয়ে স্বয়ং নির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত সুফল:

প্রস্তাবিত এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে ৬০৯৭০ বিঘা (৮১২৯.৩৩ হেক্টর) জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করা সম্ভব হবে। এতেপ্রায় ১.১৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন হবে (হেক্টর প্রতি ফলন ১৪.০০ মে.টন হিসেবে) যার মূল্য ৬৮২৮৬.৬০০ লক্ষ টাকা (কেজি প্রতি ৬০.০০ টাকা হিসেবে)। উৎপাদন খরচ প্রতি বিঘায় সরকারি সহায়তায় ৩২৮০ টাকা এবং কৃষকের নিজস্ব খরচ (সার+রোপন+আন্ত: পরিচর্যা+কর্তন+মাড়াই ইত্যাদি সহ) ৬০২২০ টাকাসহ মোট বিঘা প্রতি খরচ ৬২৫০০.০০ টাকা। সে হিসাবে কর্মসূচি ভূক্ত ৬০৯৭০ বিঘা জমিতে (৮১২৯.৩৩ হেক্টর) মোট উৎপাদন খরচ ৩৮১০৬.৫ লক্ষ টাকা। অর্থ্যাৎ ১ টাকা খরচ করে আয় হবে ১.৭৯২ টাকা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে;

২. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৩. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বিগত বছরের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদের জমি এবং চলতি খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদ সম্ভাবনার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উপজেলাওয়ারী বিভাজনের পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষাবাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন এবং তদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (প্রয়োজনে মাঝারি কৃষক) নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবে। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৪. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৫. প্রতি ব্লকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কমপক্ষে ১০ জন কৃষক নির্বাচন করা, যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে;

৬. প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ১০ জন কৃষকের গ্রুপ ভিত্তিক পাশাপাশি ১০ বিঘা জমি একত্রে একটি ব্লকে বাস্তবায়ন করতে হবে;

৭. অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে ১ বিঘা জমির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৮. খরিপ-২/২০২৪-২৫ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ডিএপি সার ১০ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি করে সহায়তা পাবেন। এছাড়া ১ বিঘা জমিতে চারা রোপনের উদ্দেশ্যে তৈরি ৫ শতক বীজতলার জন্য পলিনেট ও বালাইনাশক বাবদ ৮০৭.৫০ টাকার (আটশত সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা) উপকরণ সামগ্রী উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক সরকারি বিধি মোতাবেক ক্রয় করে প্রত্যেক কৃষকের মাঝে মাস্টাররোলের মাধ্যমে বিতরণপূর্বক তা সংরক্ষণ করতে হবে;

৯. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি ১০ (দশ) জনের একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে;

১০. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরিখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন।

১১. উপকরণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত এসএএওগণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন;

১২. বিএডিসি হতে প্রয়োজনীয় বীজ সংগ্রহ করতে হবে। কোন কারণে বিএডিসি বীজ সরবরাহে ব্যর্থ হলে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে;

১৩. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজের **(এন-৫৩ জাতের)** অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা ও উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাঙ্খিত মানের হতে হবে। কাঙ্খিত মানের না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

১৪. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না;

১৫. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ২৫ টি জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ টি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১৬. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

১৭. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ২৫ টি জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩টি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;

১৮. সার, বীজ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণ সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং

১৯. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

২২/০৮/২৪
নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটিরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail-input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com-এ প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)

জেলা ও উপজেলার নাম:
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতা ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	কর্মসূচি সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বীজ, সার ও কীটনাশক পরিমাণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ- সারের পরিমাণ- কীটনাশক পরিমাণ	